একতারা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

উৎসর্গ

দাদাবাবু,—

তোমার গৃহ-তপোবনের স্নেহশ্যামল কুটীর ছায়,
কাটায়েছি শৈশব যে 'ধনো' 'রুচির' সঙ্গে হায়।
বিমল স্নেহ নির্ঝরেতে তাদের সঙ্গে করে স্নান,
লভিয়াছি কতই শিক্ষা কতই দীক্ষা কতই দান।
রাণু তার সে সরল প্রীতি নিত্য মনে পড়ছে আজ
স্নিগ্ধ বনজ্যোৎস্নাটী ছিল তপোবনের মাঝ।
কোরক পারিজাতের সম হেরি 'রুচি' 'রাণুর' মুখ
লভিয়াছি কতই শান্তি কতই তৃপ্তি কতই সুখ।
দিয়াছ যে অনেক মোরে, দেবার কিছু নাইক মোর,
জীবন ধরে থাকুক ঘিরে তোমার স্নেহ-ঋণের ডোর।
অনাসক্ত সংসারেতে, প্রতিষ্ঠাতে স্পৃহা নাই;
উদাসীনের একতারাটী কমলকরে দিলাম তাই।

স্নেহবৰ্দ্ধিত

কুমুদরঞ্জন।

সূচী।

একতারা।

ইন্দ্রজাল।

বুঝিতে নারি' তোমার লীলা পারিনে হরি বুঝিতে
কি খেলা তুমি খেলিছ ভব ভুবনে,
কোরকে ফুল ঝরায়ে কেন দাওনা তারে ফুটিতে,
বধ সে পাখী, রত যে মধু কুজনে।
সতী সিঁথার সিঁদুর টুটে, হাতের লোহা ভাঙিয়া,
মুচকি তুমি হাস হে বসি বিরলে,
সারসী প্রাণে ভীষণতম সায়ক খানি হানিয়া,
বুঝাও তার শাবকটীরে কি বলে!
দেখিয়া তব দারুণ লীলা হয়েছে মনে ধারণা
চল চপল গোপবালক বট হে,
করুণাময় করুণা তব, থির রাখিতে পার না,
অতি নিপট কপট তুমি শঠ হে।

পাখিমারা।

—০—

কেন গাছ তলে ফিরিছ নিষাদ
সাঁজে লয়ে ধনু বাণ,
সারাদিন ধরি' বধেছ ত কত
নিরীহ পাখির প্রাণ।
মৌন প্রদোষে শান্ত কুলায়
শ্রান্ত বিহগী ফিরিতেছে হায়,
উপবাসী তার শাবক কটী'রে
আহার করিতে দান।

(২)

ওই শুন নভে ডেকে ডেকে আসে
শ্রান্ত বলাকা দলে,
শুভ্র যূথীর মালিকা দোলায়ে
শ্যাম যামিনীর গলে।

কতগুলি হৃদি উল্লাসের ভরে
আশাপথ চেয়ে আছে দিন ধরে,
তাদের মিলন পুলক মাঝারে
রোদন দিওনা তুলে।

(৩)

ওই শুন কাঁদে বিধুরা চকোরী
চকোর মিলন লাগি',
পিকবধূ ওই গুমরি কাঁদিছে
পিক আগমন মাগি'।
বিহগ বিহগী সুখ সন্ধ্যায়
মিলিছে তাদের ক্ষুদ্র কুলায়,
শান্তির মাঝে আনি' অশান্তি
হ'য়োনা হে পাপভাগী ;

(৪)

প্রকৃতির শ্যাম শান্তি ভবনে
পূত মন্দির মাঝে,
বেদীর উপর হত্যাকাণ্ড
দেখি প্রাণে বড় বাজে।

আরতির কালে ক্রন্দন ধ্বনি
আনিবে কেনহে বধি ক'টী প্রাণী,
তাদের এ সুখে হওয়া প্রতিবাদী
বল কি মানুষে সাজে ?

(৫)

তোমারও ত ভাই আছে পরিবার
পুত্র, কন্যা, প্রিয়া ;
কতই শান্তি, কত দয়া, মায়া,
লভ তুমি সেথা গিয়া।
ভাব, সেই স্নেহ দুর্গের দ্বারে
যদি হে তোমারে প্রাণে কেহ মারে,
কি দারুণ ব্যথা পাবে প্রিয়জন
ভাব আপনারে দিয়া।

শরাহত কপোত

—০—

নদীতীরে একা ভ্রমিতেছিলাম একদা ফাগুন প্রাতে,
দেখিনু সমুখে পতিত কপোত নিষাদের শরাঘাতে।
কাতরতা মাখা রাঙ্গা আঁখি দুটী, ম্লান চাহনীটী তার,
যাতনামথিত, ধূলিলুণ্ঠিত, সে কোমল দেহ ভার।
দিনু গায়ে হাত, বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
পিয়ে মরণের কূট হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি'
তার সে চাহনী যে কথাটী হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়ে বিশ্বের অভিধানে।

পতিহারা।

বিষাদে কাঁদিছে সতী পতি বিহনে
সে ছিল যে সুধাসম চিরজীবনে।
বদন ভাসিছে জলে, ভাসিছে আঁখি,
সেজেছে যোগিনী ধূলি ভসম মাখি,
নয়ন হেরিতে নারে সে শোক ছবি,
ভাষাতে ফুটাতে তাহা পারে না কবি।
গুমরি কাঁদিছ একা, ও পাগলিনী!
ধরার নয়নজল আনিছ টানি।

উৎকণ্ঠিতা।

—o—

বছর তিন কাটিয়া গেছে আজিকে শুভ দিন
কুলীনস্বামী আসিবে গৃহে আজ,
পথের মাঝে রেখেছে পাতি' সলাজ দিঠি ক্ষীণ,
আজিকে বালা ভেটিবে হৃদিরাজ।
শূন্যহিয়া সিনানে গিয়া কলসী চলে ভাসি'
কোথা বা আঁখি কোথা বা তার হিয়া,
সখীর দলে কত কি বলে ঢলিয়া পড়ে হাসি
সরমে বালা কলসী ধরে গিয়া,
যেমতি সতী ব্যাকুলা অতি হেরিতে প্রাণনাথে
ব্যাকুল তাঁর নয়ন মন দেহ,
হয়না আধ ব্যাকুল তার হেরিতে জগনাথে
'পুরীর' পথে রথেরো দিনে কেহ।

লজ্জিতা।

—০—

প্রথম প্রেমলিপি পেয়েছে নববধূ
অজানা সুখ বুকে একি রে,
পড়িতে নাহি জানে তবু ও খণে খণে
হৃদয় ভরি উঠে দেখিরে।
প্রতি আঁখর মাঝে পীযূষ ধারা রাজে
পীয়িতে চাহে মন চকোরী,
বুঝিতে নারে মানে লিখিতে নাহি জানে
মুদিত ফুল, কাঁদে ভ্রমরী।
নিশিথে দীপ আনি হেরে সে লিপি খানি
দেখাতে চাহে না সে কাহারে,
নাথের দেখা পেলে আদরে দেবে তুলে
তাহারি দেওয়া নিধি তাহারে।

কৃষ্ণা রজনী।

—০—

বুঝি সে দিন সজনি এমনি রজনী
আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকা মুখর
চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃত পতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে
দমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সে দিনো সজনি এমনি রজনী
আঁধিয়ার।

(২)

বুঝি সে দিনো এমনি গুরুগর্জ্জন
অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ রাজ্য
টলমল।

গাঙুরের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃতপতি দেহ আবরি' বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা
ঝরে নিশিদিন আঁখিজল,
বুঝি সে দিনো এমনি গুরু গর্জ্জন
অবিরল।

(৩)

বুঝি সে দিনো এমনি ঝলসে বিজলি
খনেখন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে
অনুখন।
বারানসী ধামে গঙ্গার তীরে,
ধূলি লুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন,
বুঝি সে দিনো এমনি ঝলসে বিজলি
খনে খন।

(৪)

বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর
কলকল,
বন মর্ম্মরে ভীত চকিত
মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ
মলিন বদন শতদল ;
বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর
কলকল।

(৫)

তব সনে মিশি আছে নিশি কত
হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার কত
আঁখিধার।

শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি'
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি'
কত সুষমার কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে নিশি কত
হাহাকার।

বৃদ্ধ কামার।

—০—

বৃদ্ধ কামার একটী তনয় তার
পাহাড়ের গায়ে স্বচ্ছ নিঝর ধার,
নাহি আত্মীয় বান্ধব পরিবার,
সেই টুকু তার স্নেহের কোমল হার।
বড় হ'ল ছেলে, নববধূ এলো ঘরে,
ভাঙা মালঞ্চে অশোক ফুটিল যে রে,
উদাসীন আহা পুন হল গৃহবাসী,
শুষ্ক বদনে আবার ভাতিল হাসি।
যৌবন প্রাতে সে তনয় গেল মরি
প্রতিপদ চাঁদ ডুবিল আঁধার করি।
লীলাময় তব একি অপূর্ব্ব লীলা,
প্রাণ লয়ে তব একি দুরন্ত খেলা।

———

প্রত্যাবর্ত্তন।

—o—

কুলীযুবা ফিরছে ঘরে যুগের পরে আজ
কতই সুখ ও দুখের ছবি জাগছে হিয়া মাঝ।
পুঁটুলীটী দেখছে খুলে মায়ের তরে তার,
কলের কাপড় যাচ্ছে লয়ে, শীতের কাঁথা আর।
কাচের চুড়ি বেলোয়ারি প্রণয়িনীর তরে,
ক্ষুদ্র অতি আর্শী খানি যত্নে কাগজ মুড়ে'
ক্ষণে ক্ষণে লয় সে তুলে সখের বাঁশী খান
গায় যে বসি মনের সাধে নূতন শেখা গান।
যেই বিচিত্র চিত্রে তাহার হৃদয়খানি আলা
কোথায় লাগে তাহার কাছে রোমের চিত্রশালা।

দীনের দান।

—o—

ব্রাহ্মণ কাতর অতি হয়েছে দারুণ পীড়া
সঞ্চয় নাহিক কিছু ঘরে
তনয় ব্যাকুল হয়ে সাহেব ডাক্তার আনে
ভিজিট কেমনে দিবে তারে।
লয়ে থালা ঘটী বাটী চলেছে বেচিতে আহা
ডাক্তার ইঙ্গিতে বোঝে সব,
চাহিনা ভিজিট আমি বলি ফিরালেন ঘোড়া
দুটী প্রাণ চকিত নীরব,
পিতা রোগ শয্যাপরে পুত্র পিতা পদতলে
ডাক্তারের মাগিল কল্যাণ,
ফিরিয়োনা রিক্তহস্তে হে ভিষক লয়ে যাও
হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

উপবাসী।

—o—

উপবাসী আজ কন্যার সাথে দুখিনী
ঘরে নাই চাল অন্ন ও আজ জোটেনি।
কাটেনা দিবস, কাতর প্রহর গণিয়া,
মহান্ত ভাত পাঠাইয়া দেন শুনিয়া।
অনাহারী হায় যেতেছে আহারে বসিতে
বহুদিন পরে তনয় আসিল দেশেতে।
কন্যা জননী অনাহার দুখ ভুলিয়া,
মহা আনন্দে হারানিধি নিল তুলিয়া।
তাহারে খাওয়ায়ে কত সুখী হল দুজনা
ভুলে গেল ক্ষুধা শত দুখ ক্লেশ বেদনা।
তারা তিন জনে বসে হাসিভরা বদনে,
অশ্রু জোয়ার আসিল আমার নয়নে।

শেয়ালমারা।

—o—

এসেছিল আমাদের এই গাঁয়ে
কোথা হতে শেয়ালমারার দল,
চটের তাঁবু পেতে' ডাইনে বাঁয়ে
সকাল থেকে করতো কোলাহল।

তা'রা আসার পরে কয়েক দফাই
নিকট গ্রামে লাগ্‌লো হতে চুরি ;
তা'দের দ্বারাই হচ্ছে বল্‌লে সবাই,
ভিক্ষা ছলে তারাই বেড়ায় ঘুরি'।

গাঁয়ের লোককে জ্বালিয়ে তুলেছিল
তারা তাদের ভীষণ কলরবে,
চৌকীদারকে হুকুম দেওয়া হল
কালকে প্রাতে তাড়িয়ে দিতে হবে।

শুনলে না ক চৌকীদারের কথা
হল না কো উঠতে তারা রাজি,
দিতে লাগলো লোকে লাঠীর গুঁতা
তবু অটল, এমনি তারা পাজি।

সবাই মিলে মারলে তাদের ধরে
ছিঁড়ে দিলে চটের তাঁবু গুলি,
নিলে তাদের 'হলকা' কুকুর কেড়ে'
মেয়ে গুলা পাড়তে লাগলো গালি।

ছেঁড়া তাঁবু গাধার পিঠে তুলে,
চাপিয়ে দিয়ে যাবৎ ছেঁড়া কাঁথা ;
তারা সবাই যেতে লাগলো চলে
একটী তাঁবু রইলো শুধু পাতা।

দেখ্‌লে ঢুকে গাঁয়ের সবে গিয়ে
একটা যুবা শয্যাশায়ী জ্বরে,
কাছে বসে একটী ছোট মেয়ে
আপ্‌নি কাঁদে, সান্ত্বনা দেয় তারে।

উঠলো সে যে গ্রামবাসীরে দেখি,
চাইলো এমন কাতর মলিন মুখে,
রইল না কো শুষ্ক কোনই আঁখি
দুখী হল সবাই তাহার দুখে।

ছুটে গিয়ে শেয়ালমারাদেরে
বল্‌লে সবাই আয় গো ফিরে হেতা,
নূতন তাঁবু দেবই চাঁদা করে
তারা কিন্তু শুনলে না কো কথা।

তিন দিনের দিন মুদলে আঁখি পিতা
মেয়েটী হায় কাঁদতে লাগলো ডাকি,
তাহার কান্না তাহার করুণ কথা,
মানুষ কেন, কাঁদায় পশু পাখী।

অনেক চেষ্টা করলে সবাই মিলে
মেয়েটী তার রইলো না গো হেতা,
আজও গ্রামে শেয়ালমারা এলে
সুধাই মোরা সেই মেয়েটীর কথা।

স্নেহময়ী।

—০—

দারুণ পীড়ায় অতি বিশীর্ণ দেহ,
গৃহের বাহিরে তনয় বসিয়া আছে—
পার্শ্বে জননী হৃদয়ে অপার স্নেহ
বীজন করেন বসিয়া একাকী কাছে।
নিশা জাগরণে কালিমা-ক্লিষ্ট-তনু
শত আতঙ্কে ভরা প্রাণ টুকু তাঁর,
তনয়ের লাগি দেহ প্রাণ অণু অণু
দান করিছেন যেন মাতা অনিবার।
ছিন্নপক্ষ শাবকে বক্ষে ঢাকি'
সারসী যেমন যতনে আগুলি রাখে,
তেমনি জননী সদা জাগ্রত আঁখি
সারা প্রাণ দিয়া ঘেরিয়া আছেন তাকে।

বিক্রীত।

— o —

ক্রেতা আসি ওই বাঁধি' লয়ে যায় গাই,
ছাড়িতে তাহারে কাঁদে ছোট দুটী ভাই,
ধেনু যায়, আর চায় তাহাদের পানে
কে যেন তাহারে বারবার পিছে টানে।
কাতর সে ক'টী আঁখির ভাষাটী মরি,
বুঝাতে পারিনে, আঁখি জলে উঠে ভরি।

পালিত।

—০—

বহুদিবস বলদটীরে প্রিয় বলদটীরে
অর্থাভাবে ফেলেছে বেচি চাষা,
ভুলিতে তারে পারেনি আজো ভুলিবে বল কিসে,
ভোলা যে বড় কঠিন ভালবাসা।
চলেছে পথে অচেনা গাড়ী সে আছে পথ পাশে
অচেনা গরু চাটিল তার হাত
চকিতে চাষা চিনিল তারে, যেমন হল দেখা,
দেখাল তার তনয়ে আনি সাথ।
নড়ে না গরু বুলায় শিশু, লাঙুল নাড়ে ধীরে,
সজল দুটী অচল আঁখি তারা ;
এই যে ছবি করুণ ছবি উঠিছে ফুটি ধীরে,
পড়ে' কি কবি তুলিতে তব ধরা ?

কৃতজ্ঞতা।

—০—

একদা পৌষের প্রাতে দুখে জীর্ণ শীর্ণ কায়
চলেছে পথিক এক, শীতে ঠেকে পায় পায়।
হেরিয়া কম্পিত পদ, হেরি ম্লান মুখখান,
চোখেতে আসিল জল কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ।
ছেঁড়া বালাপোশ খানি দিনু ডাকি হাতে তার,
গায়েতে জড়ালো সেটী, বহে দর দর ধার।
'যে শান্তি দিল এ দীনে' বলে জুড়ি দুটী কর
'যুগে যুগে সুখ শান্তি দিয়ো তারে হে ঈশ্বর।
যে করিল অভাগার এত শীত নিবারণ,
তার দুখ ব্যথা যেন ঘুচাইয়ো নারায়ণ।'
কে বলে কৃতঘ্ন নরে; নহে তাহা সত্যকথা;
হায় কত তুচ্ছ দানে কি গভীর কৃতজ্ঞতা!

হত্যাকারী।

—০—

বৃদ্ধ ধনীরে পাইয়া দস্যু দলে
ছুরিকা তাহার বসাইয়া দিল গলে।
অস্ফুট তার অনুচ্চারিত ব্যথা,
বেদনাব্যথিত প্রাণের কাতর কথা
কেহ দেখিল না, কেহ শুনিল না ভবে,
গোপনে পুলকে বলাবলি করে সবে।
জেনোরে দস্যু, তাঁহার বিশাল আঁখি
সকলি দেখেছে, কিছুই পড়েনি ফাঁকি।
তাঁহার শ্রবণ সকলি শুনেছে মূঢ়
রাজার রাজার শাসন নীতি যে গূঢ়।
দিবসে নিশীথে জানিবি রে পাপমতি
বিশ্বনাথের দণ্ড কঠোর অতি।

কুলীর মৃত্যু।

—০—

পাহাড়ের পাশে পাশে চা গাছের সারি
শূন্য ঘর সেই শুধু একা পড়ে আছে,
আপনার কাজ লয়ে ব্যস্ত সবে ভারি
স্নেহ দয়া দেখাইতে কে আসিবে কাছে।
দুষ্ট 'আড়কাটি', লোভে ভুলাইয়া, তারে
আনিয়াছে হেতা, তার স্থিতি ছ বছর,
আরো ছ বছর পবে ফিরে যেত ঘরে,
মৃত্যু আসি অসময়ে দিল অবসর।
আজ শ্রান্ত আঁখি কোণে ভাসে বারবার
তার সেই ছোট ঘর গোমতীর বাঁকে,
আশাপথ চায় যেথা প্রিয়া বারবার
পাণিয়া ভরণে যায় কলসীটী কাঁকে।
প্রাণ তার কেঁদে উঠে ছুটে যেতে চায়
বর্ষার বলাকা সম সেই সুখ নীড়ে ;
আঁধারি আসিছে ধরা তবু চক্ষে ভায়
তার সেই ছোট ঘর গোমতীর তীরে।

ডাকার মত ডাক।

—০—

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে গোবর কুড়ায়ে ভ্রমে
বৃদ্ধগোপ শায়িত শয্যায়,
অবসর নাহি তিল খাটে দোঁহে নিশিদিন
দরিদ্রের বিশ্রাম কোথায়।
গোবরের ঝুড়ি মাথে ফিরে যবে গ্রাম্যপথে
দেবালয়ে নিনাদে কাঁশর,
তিলেক নামায়ে ঝুড়ি বলে দোঁহে করজোড়ি
ডাকিতে দিলে না অবসর।
প্রণমি চিন্তিত মনে ফিরে যায় গৃহপানে
যখন মন্দিরে বাজে শাঁক,
ভেবনা দুখিনী তুমি শুনিবেন অন্তর্যামী
প্রথমেই তোমাদের ডাক।

নীড়ভ্রষ্ট।

—০—

মন পাখী মোর বীতরাগ ওগো
আর নব নীড় রচনে,
খর শরাহত মোর এ কপোত
প্রবোধ মানেনা বচনে।
আশা তরু পরে যত রচে নীড়
উড়াইয়া দেয় উতল সমীর,
একিরে কপাল ভাঙি পড়ে ডাল
নতুবা শুকায় তপনে,
মন পাখী মোর বীতরাগ ওগো
আর নব নীড় রচনে।

(২)

পাষাণে বাঁধিয়া ভাঙা বুক তার
বল কত বাসা বাঁধিবে ?
সিক্ত পাখায় লুকাইয়া মুখ
কত আর পাখী কাঁদিবে।

সব দিয়ে হায় ভালবাসে যারে
সে সবারি আগে ফাঁকি দেয় তারে,
যাহারে করিবে নয়নের আলো
সেই সে নয়ন ধাঁধিবে।
পাষাণে বাঁধিয়া ভাঙা বুক তার
বল কত বাসা বাঁধিবে।

(৩)

শোক শায়কের নিদারুণ ব্যথা
বল পাসরে সে কেমনে,
গত প্রাণাধিকপ্রিয়মুখ স্মৃতি
সদা যে জাগিছে নয়নে।
প্রাণ বিনিময়ে দাও দেখি ঢাকি',
চির বিদায়ের ছল ছল আঁখি,
দারুণ দিনের নিদারুণ স্মৃতি
মুছেও মুছে না মরণে।
শোক শায়কের নিদারুণ ব্যথা
বল পাসরে সে কেমনে।

(৪)

মন পাখী তাই কাঁদিয়া ফিরিছে

অকুল অতল আকাশে,

শত হা হুতাশ নয়নের জল

মিশিছে অধীর বাতাসে।

সীমাহীন নভ, সীমাহীন দুখ ;

হবে তাহে হারা ছোট তার বুক,

সে যাবে মিলায়ে নভ নিলীমায়

প্রেম রাকাশশী সকাশে।

মন পাখী তাই কাঁদিয়া ফিরিছে

অকুল অতল আকাশে।

বাহকের গান।

—০—

ধরামাঝ তার কাজ হল আজ অবসান,
সব ছেড়ে তব ক্রোড়ে জুড়াতে ছুটেছে প্রাণ।
বহু জল ঝড় সয়ে,
সে যে আনিয়াছে বেয়ে
তব প্রেমসিন্ধু কুলে, ভাঙা তার তরী খান ;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর দান।

(২)

সংসারের অনলেতে জ্বলেছে যে দেহখান,
অনলে তাহাই আজ হয়ে যাবে অবসান।
শান্তি বারি দাও ঢেলে
তুলে নাও তব কোলে,
অনলে বিশুদ্ধ করা তার আত্মা মন প্রাণ
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর দান।

(৩)

ভস্ম তার সুরধুনী জাহ্নবীতে লীয়মাণ,
ফুরাইল তার কথা, তার মান অভিমান।
নাহি আর কোন কাজ,
তার মন ভৃঙ্গ আজ
চরণপঙ্কজ তব ঘেরি গাহে নবগান ;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর দান।

সহমৃতা।

—০—

মন্ত্র পড়ি' দিয়াছে বাঁধি অটুট গাঁটছালা,
সঁপিয়াছি যে চরণে হৃদিখানি,
যাঁহার বুকে হরষ মুখে সহেছি শত জ্বালা,
যাঁহার লাগি দুখেরে সুখ মানি।
যুগে যুগে যে দেবতা মোরে বাসিয়াছেন ভাল,
শত জনম যাঁহার ছিনু আমি,
অঞ্জন যে নয়নে সখি, হৃদয়ে যিনি আলো,
পুণ্যবলে পেয়েছি যাঁরে স্বামী,
কঠিন তপ তপিয়া যাঁরে পেয়েছি চির সাথী
জীবনে তাঁর মরণে হব তাঁরি,
অমর ফুলশয্যা আজি অনল দেছে পাতি
চিতায় কেন হবে বা ছাড়াছাড়ি।

নৌকাপথে।

—o—

মাঝি—ভিড়ায়োনা চলুক তরী

নদীর মাঝে,

তরী—এঘাটেতে বাঁধব নাকো

আজকে সাঁজে।

ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে,

জলটী যেথা ছুঁয়েই আছে,

এখনো ওই যে ঘাটেতে

পল্লী বালার কাঁকণ মাঝে।

তরী সেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে

(২)

ডুবছে রবি নীল গগণে

যদিই আঁধার হয়ে এসে,

তবু নদীর মাঝে মাঝে

তরী মোদের চলুক ভেসে।

৩

এই গাঁয়ের ভাই নামটী শুনে,
প্রাণটী এমন করে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন বেদনা
জেগে উঠে হৃদয় মাঝে ;
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(৩)

মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী
কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁজের দীপটী ছোট,
বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটী গৃহ হোতায় কি না
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার
হৃদয় কোণে সদাই রাজে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(৪)

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসী খানি
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
উল্লাসে জল উথলে উঠি
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে,
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(৫)

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে
তটিনীর ওই শ্যামল কুলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজকেও সেই চিতার পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝ'রে
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় যে বাধা সকল কাজে
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।

বিধবা।

—০—

শ্বশুর ভবনেতে কত যে দিন পরে,
দুখিনী পতিহারা এসেছে আজিকেরে।
মলিন দীনবেশ হিমের কমলিনী,
একের অভাবেতে বিধুরা অনাথিনী।
সেই সে তরুলতা, সাজান ঘর বাড়ী,
তাদের যত শোভা গিয়াছে সব ছাড়ি।
সাঁজে প্রদীপ ল'য়ে শয়ন গৃহদ্বারে,
হৃদয় কাঁপে, কাঁপে চরণ বারে বারে।
শয়ন হেরি আসে নয়নে ঘন বারি,
হৃদয়ে ফুটে উঠে সে মধু মুখ তারি।
স্বরগে সব আশা, ভরসা, সুখ তার,
ধরাতে শুধু ত্যাগ, ক্ষমা, পরোপকার।
বলরে বিধি কোন পাষাণে বাঁধি হিয়া,
আনিলি কমলারে যোগিনী সাজাইয়া।

পুত্রহারা।

—০—

শেয়ালে হায় নিয়ে গেছে কচি ছাগল ছানাটিরে,
মাতা তাহার কাতর ব্যাকুল ডেকে ডেকে ঘুরে ফিরে।
হৃদয়ভেদী কি কাতর ডাক, কি দারুণ সে চঞ্চলতা ;
হতাশ আকুল চাহনীতে তার ব্যক্ত শত মর্ম্মব্যথা।
বেড়ায় ছুটে উঠানে হায়, ছুটে যায় সে গোহাল মাঝে ;
হায় গভীর কি ভীষণ ব্যথা আজকে তাহার বক্ষে বাজে !!
পুত্র শোকে এতই কাতর হয়, যদি গো পশু পাখী
মানবী মাতার যাতনা সাধ্য কার যে ফুটায় আঁকি।

পিতৃমুখ।

—o—

পান্থ একা চলেছে পথে আঁধার আসে ঘনায়ে
দস্যু আসি দাঁড়াল তার সুমুখে,
পরাণ ভয়ে পান্থ তার চরণ ধ'রে জড়ায়ে
করুণা কোথা দিবে করুণা বিমুখে।
উঠালো জোরে লগুড় ভীম বধিতে ধনী পথিকে
বদন পানে চাহি থামিল থমকি,
মৃত পিতার বদন সম পান্থ মুখ নিরখে
দস্যু হিয়া তাও উঠিল চমকি।
পথিকে পথ ছাড়িয়া দিল ; পাষাণ মাঝে হরি হে
রেখেছ তুমি মন্দাকিনী লুকায়ে,
পাষাণ চেয়ে পাষাণহৃদে বল কেমন করি' হে
যায়নি আজও পূত ধারাটি শুকায়ে।

ছেলেধরা।

—o—

অজয়ের খুব ধারে
কেশে বেড়া এক ঘরে
ফিরে সে সন্ধ্যা হলে,
ছেলে মেয়ে গুটি চার
যায় সাথে সাথে তার
গ্রামে ভিক্ষায় গেলে।
দেহ অতি কদাকার
বড় ঝুলিখানা তার
দাড়ি পড়িয়াছে বুকে,
দূরে তার দেখা পেলে
লুকায় বালক দলে
ছেলেধরা বলে লোকে।
দেখি তার ছেলেগুলি
সবে করে বলাবলি
এনেছে তাদিকে ধ'রে,

অত সুন্দর ছেলে
নতুবা কোথায় পেলে
অত কর্কশ ক্রোড়ে।
হায় একদিন রাতে
অজয়েতে পার হতে
ডুবিল তরণী খান,
দুটি ছেলে গেল ভেসে
ছেলেধরা বহু ক্লেশে
বাঁচাল দুটির প্রাণ।
ছেলে দুটি তীরে তুলে
পুন সে ঝাঁপালো জলে
সে দুটির সন্ধানে,
কই উঠিল না আর
সব জলে একাকার
কোথা গেল কেবা জানে।

কিন্তু সকলে বলে
রজনী গভীর হ'লে
ছেলেধরা আসে ফিরে।
নদীতে ছেলে না পেয়ে
আকাশের পানে চেয়ে
মন্ত্র হাঁকে সে তীরে।
কঠিন হুকুমে তার
ডাকে বায়ু বারবার
আছাড়ে নদীর জল।
গভীর অধীর জল।
নদী সারারাত ধরে
ডাকে কলকল স্বরে
বলে কোথা গেলি বল
কোথা গেলি তোরা বল !

আর কতক্ষণ।

—০—

পড়িয়াছে চোখে মৃত্যু কালিমা অধর হয়েছে কালী
সারা দেহে তার এক কুলা বিষ কে যেন দিয়াছে ঢালি,
হতাশ হইয়া ডাক্তর গেছে রোগীও বুঝেছে সব,
শুষ্ক নয়ন জলে ডবডব, মুখে নাহি কোন রব।
'আর কতখন' এই শেষ কথা রোদন উঠিল ঘরে,
নিভিল প্রদীপ কয়টী পরাণ আঁধার আঁধার করে।
কাল পারে নাই ঘুচাতে সে স্মৃতি সে অতি দারুণ ব্যথা
শয়নে স্বপনে সদা বিঁধে প্রাণে তার সেই শেষ কথা।

প্রজাপতির মৃত্যু।

—০—

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটা করবী পাতে
মণি সন্নিভ দুইটী ডিম্ব রাখি,
বারেক ফিরাল মৃত্যু আঁধার আঁখি।
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনি মরি!
সুত মঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি,
নিঃশেষ করি ঢালি দিল যেন হৃদি।
সময় আসিল কাঁপিল করবী শাখা,
মৃত প্রজাপতি টলিয়া পড়িল পাখা।

বাৎসল্য।

—o—

বিদ্রোহী সিপাহী দল দয়ামায়াহীন প্রাণ
বাছেনা বালক বৃদ্ধ কেটে করে খান খান।
হেরি এক শ্বেত শিশু সিপাহী জনেক হায়
কুসুম কোমল দেহ সঙ্গিনে বিঁধিতে চায়।
শিশুরে উপরে ছুড়ি', পাতিল সঙিন তার,
হিহি ক'রে হাসে শিশু ভাবে এ আদর কার।
বক্ষে ধরি শিশুটীরে সঙিন নামায়ে রেখে
ফিরিল সিপাহী তার ক্ষুদ্র গৃহ অভিমুখে।

স্নেহের জয়।

—o—

ভীম সংগ্রামে যুঝি বিক্রমে
রাজপুত গেল হারি',
প্রবেশিল আসি যবন সৈন্য
হিন্দুর বাড়ী বাড়ী।
জহরব্রতের পুণ্য অনল
দহিল অযুত স্বর্ণ কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে
সতী সীতা সারি সারি।
বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত
বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটী রমণী পিয়াইছে দুধ
তনয়ে ধরিয়া বুকে।

প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ,
জল নাই চোখে বেদনা দারুণ
ফুটিয়া উঠেছে মুখে।
অরাতি শিশুরে সৈন্য জনেক
জোরে নিতে চায় কেড়ে
জাপটী ধরিল বক্ষে জননী
আপন তনয়টীরে।
এত কি কঠিন বাহু সুকোমল
ছাড়াতে নারিল সৈন্য সবল,
গর্ব্বিত সেনা অসির আঘাত
করিল জননী শিরে।
রুধিরের ধারা ঢাকিয়া ফেলিল
বালকের সারা দেহ,

দূর হ'তে তাহা দেখিয়া সেনানী
প্রবেশিলা আসি গৃহ।
বলিলেন ডাকি 'ওরে নরাধম
মানুষের হৃদি এত নির্ম্মম,
পাস্‌নি পামর কখন কি তুই
নিজ জননীর স্নেহ।'
সভয়ে সরিয়া দাঁড়াল সৈন্য
নত করি আঁখি যোড়,
সেনাপতি বলে ও বাহু ছাড়াতে
সাধ্য কি আছে তোর।
স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায় রে কখন
ও যে ভরতপুরের চেয়ে দুর্জ্জয়
জননীর স্নেহ ক্রোড়।

জননী কণ্ঠে জড়াইল শিশু
দুটী বাহু সুকোমল,
দেখি সেনানীর বিশাল নয়ন
হ'য়ে এল ছলছল।
বলিলেন "বীর ক্ষম অপরাধ
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ
স্নেহের দুর্গ ভাঙিতে নাহিক
আমাদের বুকে বল।"

অমর বিদায়।

—০—

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
পোহাইলে সুখরাতি
যে হবে অযোধ্যাপতি,
যোগীর বল্কল বাসে
তারে কি সাজায়
অভিষেকে নির্ব্বাসন
বোধনেতে বিসর্জ্জন,
পুর্ণিমায় অমানিশি
দেখে কে কোথায় ?
শ্রীরাম যায় গো বনে
সীতা লক্ষণের সনে,
জগত সজল আঁখি
থমকি দাঁড়ায়,

যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(২)

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়,
ক্রূর অক্রূরের সাথে
হরি গেল মথুরাতে,
শ্যামসোহাগিনী রাধা
ধূলায় লুটায়,
গাহেনাক শুক সারী,
অধীর যমুনা বারি,
শ্যামলী ধবলী আজি
তৃণ নাহি খায়,
কাঁদে গোপবালা গণে
চাহি তমালের পানে,

ভাসানো কলসী কোথা
ফিরিয়া না চায়,
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(৩)

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
বুদ্ধদেব গৃহ ত্যজি
লভিতে চলেন আজি,
জন্ম মৃত্যু বার্দ্ধক্যের
প্রশম উপায়,
মায়ার বাঁধন টুটি'
বিশ্ব পানে যান ছুটি
অহিংসা পরম ধর্ম্ম
বুঝাতে সবায়।

কাঁদে রাজা শুদ্ধোধন,
কাঁদে গোপা অনুক্ষণ,
কাঁদিছে কপিলবস্তু
পাষাণ হিয়ায়।
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(৪)

অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অমর বিদায়,
আঁধিয়ারি নদীয়ারে
কাঁদাইয়া শচী মারে,
নিমাই সন্ন্যাস লন
আজি কাটোয়ায়।
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার
হাত নাহি উঠে তার

কেমনে সাজাবে দণ্ডী
নবীন যুবায়,
ভকতের আঁখিজলে
কঠিন পাষাণ গলে
ডুবু ডুবু শান্তিপুর
নদে' ভেসে যায়।
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখি-জল
ললিত গাথায়।

(৫)

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
'কোরেসের' অত্যাচারে
ওই চলি যান দূরে
ইরম্মদ মহম্মদ
ত্রিদিব প্রভায়,

ওরে সে যে সর্ব্বত্যাগী
ডরে না প্রাণের লাগি,
পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্ম
জানাবে সবায়।
দিতে এসেছিল ধরা,
তখন বুঝেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি
পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(৬)

অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায়,
অমর বিদায়,
ওই ক্রুশে আরোপিয়া
মারিছে যন্ত্রণা দিয়া

চিরক্ষমাশীল যীশু
নর দেবতায়,
কণ্টক মুকুট শিরে
দিয়া কি করিবি ওরে,
ত্রিদিব কিরীট যার
শিরে শোভা পায়,
যীশু হায় ক্রুসে থেকে
জগৎ পিতারে ডেকে
বলেন ক্ষমিও পিতা
অবোধ সবায়,
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

তীর্থফল।

—০—

মানসে সাধ আছিল বড় হেরিতে হিমাচলে
ছিল গো সাধ সারা জীবন ধরি,
হেরিব আমি গোমুখী—যেথা পড়িছে ধরাতলে
কলুষহরা পীযূষধারা ঝরি'।
যেতেছি পথে থামিনু আসি একদা নদী তীরে
হেরিনু এক সাধক বসি আছে,
চরণ তলে জাহ্নবীটী যেতেছে বহি ধীরে
অন্য কেহ নাহিক আর কাছে।
পদ্মাসনে বসিয়া সাধু মগ্ন মহাধ্যানে
নয়ন দিয়ে মন্দাকিনী পারা,
বক্ষ বহি পড়িছে ঝরি ছুটিছে তাঁরি পানে
পরমানন্দময়ী পাবনী ধারা।
প্রণমি তাঁরে ফিরিল ঘরে তৃপ্ত হিয়া কবি
গোমুখী আর হলনা তারে যেতে,
ফিরিল ঘরে হৃদয় ভরে সে মহা ফল লভি
আধেক যার গোমুখী নারে দিতে।

বলিদান।

মাগো আমার গা মুছিয়ে দিয়ে
পরিয়ে দাও শীগ্‌ঘির কাপড় খান,
আজকে আমি ভুলুর সাথে গিয়ে
আসবো দেখে কেমন বলিদান।
দেখে 'বলি' কেমন আমোদ হবে
নাচবে সবাই বল্‌লে ভুলু মোরে
মা, মা, বলে ডাকবে তখন সবে
বাজাবে যে ঢোল খাজজিঝো করে।
চুপে যখন ফিরলো খোকা বাড়ী
মুখটী মলিন চোক দুটী ছলছল,
জননী তার সুধান তাড়াতাড়ি,
কেমন 'বলি' দেখলি বাছা বল ?
কেঁদে খোঁকা বললে কোথায় বলি
শুধু আহা কাটছে ছাগলগুলি !

গুরুদণ্ড।

—০—

পড়িতে পারে তবু, পড়ে না একবার,
দূরেতে বই ফেলে পলায় বারবার,
নিষেধ মানেনা সে, দুষ্ট অতিশয়
গুরু কি গুরুজন করেনা কারে ভয়।
শুনিয়া রোষভরে আনান্থ বেতখান
ধরিনু হাতদুটী মুখটী হল ম্লান।
কাজলজলে ভেজা চাহিল আঁখি তুলি
সকল দোষ তার নিমেষে গেনু ভুলি।
আসামী শিশুটীরে লইয়া কোল ভুলে,
বলিনু ভাল করে পড়িস বোকা ছেলে।

মহোৎসব।

—০—

বড়ই পুলক সেদিন উজানি মেলা,
বালক কয়টী করিতে ছিলাম খেলা,
খেলনা খাবার কেনে' সবে মনোসুখে
দাঁড়ায়ে ছিলাম আমি শুধু নত মুখে।
মেলার প্রচুর আমোদ প্রমোদ মাঝে,
কি অভাব যেন উঠেছিল হৃদে বেজে,
মাসিমা চারিটী পয়সা দিলেন ডাকি,
সুখের আমার রহিলনা কিছু বাকি।
যে সুখী হইনু চারিটী পয়সা পেয়ে
দামী তাহা আজ হীরকের খনি চেয়ে।

প্রবাসে।

—০—

সুদূর প্রবাসে দেখি হৃদয়-মুকুর মাঝ,
গ্রামের অধিক তার ছায়া যে সুন্দর আজ।
কখন ত আসি নাই গ্রাম্য তটিনীর পারে
জানি নাই এতদিন কত ভালবাসি তারে।
সেই নদী সেই মাঠ সেই সুখ নীড় খানি
বরষের আঁখিজল নিমেষে নিতেছে টানি।
যাহা ছিল দীন তুচ্ছ, ছিল অতি সাধারণ
আজি তা অপূর্ব্ব রাগে মোহিতেছে দুনয়ন।
হেথা শুষ্ক কোলাহল শুনিতেছি একাযাই
চৌদিকে লোকের ভিড় শুধু চেনা লোক নাই।
চাহি ওই চাঁদ পানে পাই তবু কিছু সুখ
যেন এ অচেনা দেশে একখানা চেনা মুখ।

বাদল সর্দ্দার।

—০—

বাদল সর্দ্দার অসীম বল যার
এখন হীনবল শকতি নাহি আর।
গ্রামেতে আসে কত যুবক পালোয়ন,
নাচে যে 'রায়বেশে' ঘুরায় লাঠীখান।
সে একা বসি দূরে বাহবা দিয়া হায়
আপন নিপুণতা পুন দেখাতে চায়।
ঘুরাতে নারে লাঠী, বসিয়া পরে দুখে
দেখিয়া উঠে হাসি যত অচেনা লোকে।
হেরি সে ম্লানমুখ নয়ন ছল ছল
আমার আঁখি দুটী ভরিয়া আসে জল।
মনেতে জেগে উঠে পুরাণ স্মৃতি সব
তাহার বাহুবল, সে গত গৌরব।

পরিব্রাজক।

—০—

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এক বীর অবধূত নামে,
কিছুদিন ধরি ছিল আসি হায় আমাদের এই গ্রামে।
বন্ধন হীন, সুখে উদাসীন, ব্যথা নাই কোন দুখে
নয়ন তাহার ক্ষমাসুন্দর, হরিনাম সদা মুখে।
অশোক তাহার আনন্দ ধারা নিয়ত যাইত বয়ে
গ্রামবাসিগণ ধন্য হইত কণাটুকু তার পেয়ে।
মাসেকের পর সন্ন্যাসীবর চলি গেল দূর দেশে,
পথহারা কোন দেবতার মত পড়েছিল যেন এসে।
আজো বার বার স্মৃতিটুকু তার হৃদয়ে উঠিছে ভাসি'
বন্ধনহীন বেঁধে গেল হৃদি কোন ছলে হেতা আসি।
ক্ষণেকের তরে মোহিয়া সবারে ওগো কাননের পাখি,
বেদনা জড়িত স্মৃতিটী তোমার গেলে চিরতরে রাখি।

ক্ষমা প্রার্থনা।

—o—

আঁধার নিশায় না পারি চিনিতে অন্নদাতাতে তার
চেনা কুক্কুর করে চীৎকার পথ মাঝে অনিবার।
বিদ্যুৎ আলোকে কথার সাড়ায় চিনিতে পারিয়া তাঁরে,
অবোধ কুকুর জানায় মিনতি চরণে লুটায়ে পড়ে।
পশু কুক্কুর তাহারো হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা,
গর্ব্বিত নর, লজ্জিত হও স্মরি নিজ নিজ কথা।

খঞ্জ।

—o—

অবিচার নাহি তোমার
শুনি আমি যেথা সেথা,
অচল এ দীন জনে
জনম দাওনি বৃথা।
করেছ চরণ হীন
তাই এ ভরসা জাগে,
ভঙ্গুর এ পঙ্গু জন
তব চরণ পাবে আগে।

গফুর ।

—o—

খিন্ন শ্যেন শাবক এক পড়িয়া পথ মাঝারে
অর্দ্ধ মৃত তৃষ্ণাতুর চঞ্চু দুটি প্রসারে ।
তুচ্ছ করে চলেছে সবে, দেখেনা তারে নিরখি'
কৃষক যুবা গফুর সেথা দাঁড়াল আসি থমকি ।
গামছাখানি আর্দ্র করি সলিল ভরি আনিয়া
শ্যেন শাবক চঞ্চুপুটে ঢালিয়া দিল ছানিয়া ।
সলিল পিয়ে চাহিয়া পাখী মুদিল দুটি আঁখিরে
নীরব শত আশীষ ধারা ঢালিয়া গেল গফুরে ।

* * *

বহু বরষ কাটিয়া গেছে গফুর আজি বৃদ্ধ
এবার হজে মক্কা যাবে রবে না অবরুদ্ধ ।
গুছায়ে তুলি দ্রব্যগুলি চলিল সব যাত্রী
সুখ আলাপে দিবস কাটে সুখ স্বপনে রাত্রি ।
জাহাজ হতে নামিয়া সবে মক্কা করি লক্ষ্য
উষ্ট্রোপরি লাগিল যেতে ভক্তি ভরা বক্ষ ।

দিনের পরে যামিনী ভোরে দৈব প্রতিদ্বন্দী
বিসূচিকা যে গফুর দীনে করিল তার বন্দী।
মরু মাঝারে নামায়ে তারে চলিল সব পান্থ,
রোগের বিষে অবশ তনু দীর্ণপ্রাণ শ্রান্ত।
দারুণ তৃষা বক্ষ ফাটে কাঁদে গফুর ত্যক্ত
আল্লা আজি রক্ষা কর, মরে যে তব ভক্ত।
মূর্চ্ছাতুর লুটিছে রোগী, বালুকা মাখা অঙ্গে
কে যেন ধীরে ক্লিষ্ট শির তুলিল উৎসঙ্গে।
শিরেতে দিল আশীষবাণী, অভয়বাণী কর্ণে
কর পরশে কান্তি দিল পাণ্ডু দেহ বর্ণে।
পেয়ালা ভরি পিয়ায়ে মধু সঞ্জীবনী সরবৎ
লুকাল পরী হিরণ হুরী আলোকি মরু পর্ব্বত।
জড়িমা ভরা শ্রবণে রোগী শোনে কে বলে শূন্যে
আল্লা জেনো আহ্লাদিত ভকত তব পুণ্যে।
করেছিলে যে শ্যেন পাখীর চঞ্চু দুটি সিক্ত
দিন-দুনিয়া-মালিক কাছে হয়নি তাহা রিক্ত।

কাঁপিয়া উঠে গফুর হৃদি ভকতি ভরা হর্ষে
সহসা তার আবেশ ভাঙ্গে শীতল বায়ু পর্শে।

* * *

চাহিয়া দেখে কোথায় মরু এযে মরুর উদ্যান
'আজান' গান আনিছে বহি নব দেশের সন্ধান।

অরুন্তুদ।

—o—

কাঁদায় মোরে প্রাতে শীতের মলিন শতদল,
কাঁদায় মোরে বৃন্তভাঙ্গা কোরক সুকোমল,
কাঁদায় মোরে সাঁজের রবির নয়ন ছল ছল
সবার চেয়ে কাঁদায় মোরে বুড়ার আঁখি জল।

উদাসীন।

আমার সুখের সাজান ভবনে
আমিই আজিরে প্রবাসী,
ছিন্ন আজিকে বন্ধন শত
আজি মন প্রাণ উদাসী।
নাই কোন আঁখি মোর তরে জাগি,
কোন দীপ নাহি জ্বলে মোর লাগি,
সাড়া পেয়ে কেহ ছুটে নাহি আসে
মম চুম্বন পিয়াসী,
আমার সুখের সাজান ভবনে
আমিই আজিরে প্রবাসী।

(২)

তরুলতা সব বুনো হয়ে গেছে
চিনিতে পারে না আমারে
পালিত কুকুর করে চীৎকার
ঢুকিতে দেয় না দুয়ারে।

চোক ফেটে মোর আসে যে মা জল,
কেমন ভিখারী সাজাইলি বল,
নয়নের আলো কেড়ে নিয়ে মোর
ফেলিয়া রাখিলি আঁধারে।
তরুলতা সব বুনো হয়ে গেছে,
চিনিতে পারে না আমারে।

(৩)

নৈশ সমীর শ্রবণে আমার
বলে বারবার ফুকারি,
ভগ্ন মেলার ত্যক্ত কুটীর
কি হইবে আর নেহারি।
সুখের সমাধি হেরিয়া কি হবে,
তোমার দেয়ালি নিভিয়াছে কবে,
সুদূর অতীত অন্নসত্রে
বৃথায় চলেছ ভুখারি
নৈশ সমীর শ্রবণে আমার
বলে বার বার ফুকারি।

খেয়াশেষে।

—০—

ওগো আজিকে তুফান ভীষণ তুফান নদীতে
এলো সাঁজের আঁধার ঘিরি,
ওগো পড়ে গেছে বেলা, আমি যে এলাম দেরীতে
বল কে আনে তরণী ভিড়ি।
শুনি অনিবার করি শুধু ঘোর কলকল
ছুটে চৌদিকে ফেনিলোচ্ছল রাঙাজল,
ঘন বট ছায়ে বাঁধি তরীখানি
মাঝি গেল গৃহে ফিরি,
ওগো আজিকে তুফান ভীষণ তুফান নদীতে
এলো সাঁজের আঁধার ঘিরি।

(২)

ওই জমে আসে গগনের কোলে কালো মেঘ
ঘোর ঝটিকা উঠেছে মেতে ;
হের, রোষে ফুলে উঠে আবর্ত্তময় নদীবেগ
পারে কি পাবনা যেতে ?

যতবার দীপ জ্বালে দেববালা নভো গায়,
আজি দুর্য্যোগে শুধু বারবার নিভে যায়,
শিহরি উঠিছে ক্লান্ত এ দেহ
আঁধারে খেয়ার পথে,
ওই জমে আসে গগনের কোলে কালো মেঘ
ঘোর ঝটিকা উঠেছে মেতে।

(৩)

ওগো বহুদূর হ'তে বহু আশা ক'রে আমি আজ
এসেছি এসেছি ছুটি'
মহা উৎসবে ভেটিব বারেক হৃদিরাজ
শত বন্ধন টুটি।
দূরে মন্দিরে শোভে ওই দীপ অগণন,
পূজার বাদ্য বহিয়া আনিছে সমীরণ,
আমিই কেবল রহিনু একাকী
তরু পাদ মূলে লুটি।
ওগো বহুদূর হ'তে বহু আশা ক'রে আমি আজ
এসেছি এসেছি ছুটি।

(৪)

যাও সুখীদল যাও ডাকিব না পিছু আর,
আমি এ পারেই থাকি,
এতখন ধরে কেন মিছামিছি এতবার,
করিলাম ডাকাডাকি।
শোভন অর্ঘ্য সবাই এনেছে ভাই—
পুলক অধীর আমি কিছু আনি নাই
রিক্ত এ করে ভেটিব না হৃদিরাজ
আমি এ পারেই থাকি।
এতখন ধরে কেন মিছামিছি এতবার
করিলাম ডাকাডাকি।

(৫)

ওগো ভালই হয়েছে তুফান উঠেছে নদীতে,
বন্ধ হয়েছে খেয়া,
ভালই হয়েছে দেবতা চরণ পূজিতে,
ও পারে হ'ল না যাওয়া।

যে পূজা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি হায়
সে যে গো কেবল আঁধারেই দেওয়া যায়,
সমারোহে মাঝে দীনের সে দান
যাবে না যাবে না দে'য়া।
ওগো ভালই হয়েছে তুফান উঠেছে নদীতে,
বন্ধ হয়েছে খেয়া।

সমাপ্ত।